যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১৯৫০

১/ বিবিধ

আরবী

ثلاث من كن فيه فهي راجعة على صاحبها: البغي والمكر والنكث، ثم قرأ " ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله " وقال: " يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم " وقرأ " فمن نكث فإنما ينكث على نفسه

ضعيف

رواه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " (2 / 71) وعنه الخطيب (8 / 450) عن النضر بن هشام: حدثنا مروان بن صبيح حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك مرفوعا. قلت: وهذا إسناد ضعيف، مروان بن صبيح قال الذهبي في " الميزان ": " لا أعرفه، وله خبر منكر ". ثم ساق له هذا من طريق أبي نعيم، وقال عقبه: " النضر، قال ابن أبي حاتم: أصبهاني صدوق ". ووقع في " اللسان ": " النضر، قال ابن أبي حاتم: مروان الأصبهاني صدوق ". وهذا خطأ مطبعي، والصواب ما في " الميزان " كما يشهد له ما في " الجرح والتعديل " (4 / 1 / 481) ولم يورد مروان هذا أصلا.
والحديث رواه أبو الشيخ أيضا وابن مردويه معا في " التفسير " من هذا الوجه كما في " الجامع الصغير "، وقال في " التيسير ": " إسناده ضعيف

বাংলা

১৯৫০। যার মধ্যে তিনটি বস্তু থাকবে সেগুলোর কুপরিণতি তার দিকেই ফিরে আসবেঃ ব্যভিচার, মাক্‌র (চক্রান্ত) ও অঙ্গীকার ভঙ্গ। অতঃপর তিনি পাঠ করেনঃ “কু-চক্রান্ত তাকেই ঘিরে ধরবে যে তা করবে” (সূরা আল-ফাত্বিরঃ ৪৩) তিনি আরো বললেনঃ "ওহে মানুষ! তোমাদের এ বিদ্রোহ তো (প্রকৃতপক্ষে) তোমাদের নিজেদেরই বিপক্ষে"

(সূরা ইউনুস ২৩) এবং বললেনঃ "এক্ষণে যে এ ওয়াদা ভঙ্গ করে, এ ওয়াদা ভঙ্গের কুফল তার নিজেরই উপর পড়বে।" (সূরা আল-ফাৎহঃ ১০)।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে আবু নুয়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (২/৭১) আর তার থেকে খাতীব (৮/৪৫০) নাযর ইবনু হিশাম হতে, তিনি মারওয়ান ইবনু সবীহ হতে, তিনি আব্দুল আযীয ইবনু সুহাইব হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ সনদটি দুর্বল। কারণ মারওয়ান ইবনু সবীহ সম্পর্কে হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে বলেনঃ আমি তাকে চিনি না, আর তার মুনকার হাদীস রয়েছে। অতঃপর তিনি আবু নুয়াইম সূত্র হতে এটিকে উল্লেখ করে পরক্ষণেই বলেছেনঃ নাযর সম্পর্কে ইবনু আবী হাতেম বলেনঃ তিনি আসবাহানী সত্যবাদী। "আললিসান" গ্রন্থে এসেছেঃ নাযর সম্পর্কে ইবনু আবী হাতেম বলেনঃ মারওয়ান আসবাহানী সত্যবাদী।

এটা মুদ্রণগত ত্রুটি। "আলমীযান" গ্রন্থে যা উল্লেখ করা হয়েছে সেটিই হচ্ছে সঠিক। যার প্রমাণ বহন করছে "আলজারহু অততা'দীল"এর (৪/১/৪৮১) বর্ণনা, কারণ তিনি এ মারওয়ানকে আসলেই উল্লেখ করেননি।

হাদীসটিকে আবুশ শাইখ ও ইবনু মারদুবিয়্যাহ এক সাথে "তাফসীর" গ্রন্থে এ সূত্রেই উল্লেখ করেছেন যেমনটি "আলজামেউস সাগীর" গ্রন্থে এসেছে। আর মানবীর "আততাইসীর" গ্রন্থে এসেছেঃ এর সনদটি দুর্বল।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72833

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন